জনসংযোগ অফিস
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাভার, ঢাকা, বাংলাদেশ
ফোন: ৭৭৯১০৪৫-৫১

Public Relations Office
Jahangirnagar University
Savar Dhaka Bangladesh
Phone: +88027791045-51

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের বার্ষিক অধিবেশন অনুষ্ঠিত ॥ ২৫৯ কোটি ৯৭ লাখ টাকার বাজেট পাশ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ২৮ জুন ২০১৯।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ৩৮তম বার্ষিক অধিবেশন আজ অনুষ্ঠিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় সিনেট হলে বেলা চারটায় অনুষ্ঠিত অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে উপাচার্য অধ্যাপক ড. ফারজানা ইসলাম বলেছেন, জাতির সার্বিক উন্নয়নের জন্য নারী-পুরুষের সমান অগ্রগতি অপরিহার্য। সে প্রেক্ষিতে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নারী শিক্ষার বিষয়টিকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে। বর্তমানে এ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীর হার প্রায় সমানুপাতিক। উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ে জ্ঞানের নব নব ক্ষেত্র আবিষ্কার ও মুক্তবুদ্ধির চর্চা হবে এটাই স্বাভাবিক। তিনি বলেন, আমাদের লক্ষ্য হলো শিল্প-সাহিত্য, বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও তথ্যের জ্ঞান দিয়ে শিক্ষার্থীদের যুগোপযোগী মানবসম্পদে পরিণত করা। আমরা আরও মনে করি, তরুণ প্রজন্মের কর্মদক্ষতার উপরে মাতৃভূমির সমৃদ্ধি নির্ভর করে। শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসে ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটানোর জন্য। ব্যক্তিত্বের পূর্ণ বিকাশ ঘটলে একজন শিক্ষার্থী স্বাবলম্বী মানুষ হবার সুযোগ পায়। একজন শিক্ষার্থীকে আমরা উচ্চ-চিন্তার অধিকারী হিসেবে গড়ে তুলতে চাই। এখানে শিক্ষার্থীরা শ্রমের মর্যাদা বুঝতে শিখে এবং আত্মনির্ভরতা অর্জন করে। বিচিত্র সব সংবেদনশীল তর্ক-বিতর্কের মধ্যেও আমরা সামনে এগিয়ে যেতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আমরা পরমত সহিষ্ণুতা, পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধ, যুক্তি ও ন্যায় ভিত্তিক ভাবনা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির অনুশীলনে শিক্ষার্থীদের উৎসাহিত করার নীতিতে বিশ্বাসী।

উপাচার্য তাঁর ভাষণে আরও বলেন, 'মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে উন্নীত করার জন্য নিরলস প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। সেই ক্ষেত্রে আমরা দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তি দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সরকারকে সহযোগিতা করতে পারি। ঔপনিবেশিক শিক্ষা-ব্যবস্থার বিপরীতে একটি আধুনিক ও দেশিয় শিক্ষা ব্যবস্থার কথা আমরা ভাবতে পারি। আমরা বিশ্বাস করি, বিভিন্ন সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের মানুষ পরস্পর সহযোগিতা করে এক সাথে বাঁচতে পারে এবং এক সাথে বর্ণাঢ্য জীবন গড়ে তুলতে পারে। বাংলাদেশের ছাত্র রাজনীতির গৌরবময় ইতিহাস আছে। কাজেই আমাদের খেয়াল রাখতে হবে যাতে দলীয় রাজনীতি ও সুশিক্ষার অভাবে ছাত্রছাত্রীরা নৈরাজ্যকর পরিস্থিতির শিকার না হয়। সেজন্য আমরা সকল দল ও মতাদর্শের সমন্বয় সাধন করে বিশ্ববিদ্যালয়কে সঠিক জ্ঞান-চর্চার তীর্থস্থান হিসেবে গড়ে তুলতে চাই।

উপাচার্য তাঁর ভাষণে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধিকতর উন্নয়ন প্রকল্পের বিবরণ তুলে ধরে বলেন, '১৪৪৫ কোটি ৩৬ লক্ষ টাকা ব্যয়সংবলিত "জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকতর উন্নয়ন" শীর্ষক একটি প্রকল্প-প্রস্তাব গত ২৩ অক্টোবর ২০১৮ তারিখে একনেক সভায় অনুমোদিত হয়েছে। এ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে এটি সবচেয়ে বড় উন্নয়ন বাজেট। এই প্রকল্পের আওতায় ১০-তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ, ১০০০ জন ছাত্র ও ১০০০ জন ছাত্রীর জন্য ৩টি করে ১০-তলা বিশিষ্ট মোট ৬টি হল নির্মাণ, বিভিন্ন হলের হাউজ টিউটরদের জন্য ১০-তলা বিশিষ্ট ১টি বাসভবন নির্মাণ, শহীদ রফিক-জব্বার হলের উত্তর ব্লকের ৪র্থ ও ৫ম তলা নির্মাণ, জীববিজ্ঞান অনুষদ, সমাজবিজ্ঞান অনুষদ, কলা ও মানবিকী অনুষদ ও গাণিতিক ও পদার্থ বিষয়ক অনুষদ ভবনের আনুভূমিক সম্প্রসারণের জন্য ৬-তলা বিশিষ্ট ৪টি নতুন ভবন নির্মাণ, ৬-তলা বিশিষ্ট ১টি লেকচার থিয়েটার এবং পরীক্ষা হল নির্মাণ, ৬-তলা বিশিষ্ট ১টি লাইব্রেরি ভবন নির্মাণ এবং ৩-তলা বিশিষ্ট ১টি স্পোর্টস কমপ্লেক্স নির্মাণের প্রস্তাবসহ আরো অনেক স্থাপনা নির্মাণের প্রস্তাব করা হয়েছে।

অধিবেশনে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক শেখ মো. মনজুরুল হক ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের ২৫৩ কোটি ৬৩ লাখ টাকার সংশোধিত বাজেট এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের জন্য ২৫৯ কোটি ৯৭ লাখ টাকার প্রস্তাবিত মূল বাজেট উপস্থাপন করলে তা পাশ হয়। অধিবেশনে সিনেট সদস্যগণ উপাচার্যের ভাষণ ও কোষাধ্যক্ষ মহোদয়ের উপস্থাপিত বাজেট বক্তৃতার ওপর আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। অধিবেশনে বিগত এক বছরে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মকর্তা ও কর্মচারি এবং দেশের অন্যান্য যে সকল ব্যক্তি মৃত্যুবরণ করেছেন তাদের জন্য শোক প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। অধিবেশন পরিচালনা করেন সিনেটের সচিব ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার রহিমা কানিজ।

পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
জনসংযোগ অফিস